'বীরবল'-এ সাহিত্য অ্যাকাডেমি তপনের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : ২০২২ সালের বাংলা ভাষার সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ২০১৯ সালে অনুবাদ সাহিত্যের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এবারের পুরস্কার এসেছে তাঁর 'বীরবল' উপন্যাসের জন্য।

অ্যাকাডেমির তিন জুরি গৌতম ঘোষদস্তিদার, সমরেশ মজুমদার ও হিমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতের ভিত্তিতে এই উপন্যাস পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তপনবাবু জানিয়েছেন, অ্যাকাডেমির তরফে তাঁকে জানানো হয়েছে, ১১ মার্চ নয়াদিল্লিতে সাহিত্য অ্যাকাডেমির পুরস্কার মঞ্চে হাজির হয়ে এই পুরস্কার নিতে হবে। পুরস্কার হিসেবে তপনবাবু পাবেন একটি তাম্রফলক, শাল ও নগদ ১ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পরিবার চলে আসে এপার বাংলায়। তারপর থেকে উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্য হিসেবেই তাঁর লড়াই শুরু। সেই লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে তাঁর ভাঁড়ারে জমেছে বহু অভিজ্ঞতা। শিক্ষকতাই ছিল তাঁর প্রথম পেশা। পরবর্তীকালে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসেবে এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন তিনি। প্রশাসনের নানা স্তরে থাকার সুবাদে তাঁর নজরে বন্দি হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বহু খুঁটিনাটি। সেগুলিই তাঁর লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। তাই তাঁর লেখা মাটির কাছাকাছি। দীর্ঘ জীবনে নানা চড়াই-উতরাই পেরোনোর অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি একের পর এক উপন্যাস লিখেছেন। লাল ফিতে, একটি জরুরি ফাইল, খণ্ডবিখণ্ড ইত্যাদি। তাঁর দীর্ঘ ট্রিলজি 'শঙ্খচিলের ডানা' তাঁর নিজের জীবনকাহিনী বলে মনে করেন অনেকে। তপনবাবুর

সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত কবি হিসেবে। তাঁর মোট ১১টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস লিখেছেন ৫০টি। ৫৩টি রহস্যকাহিনী বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তপনবাবুর প্রকাশিত ছোটগল্পের সংখ্যা ৪০০। ১২টি কিশোর সাহিত্যের বই [illegible] হয়েছে। এছাড়া ৪টি ভ্রমণ[illegible] দুটি রম্যরচনা ও দুটি [illegible] প্রকাশিত হয়েছে।